সংবাদ

তারিখ 11 MAR 2012 পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

মাত্র ২০ দশমিক ২০ ভাগ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একাডেমিক সুপারভিশন হচ্ছে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বছরে মাত্র ২০ দশমিক ২০ ভাগ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একাডেমিক সুপারভিশন (পরিদর্শন) করতে সক্ষম হচ্ছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারা একাডেমিক সুপারভিশন করে যেসব সুপারিশ করে তার মাত্র ২৯ দশমিক ২৬ ভাগ বাস্তবায়ন করছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। এ কার্যক্রম গতিশীল করতে প্রধান শিক্ষকরাও যথাযথ দক্ষতা ও আন্তরিকতার পরিচয় দিচ্ছেন না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও ৬৮ দশমিক ৫০ শতাংশ প্রধান শিক্ষক পারফরমেন্স বেইজড ম্যানেজমেন্ট (পিবিএম) পদ্ধতিতে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত মানোন্নয়ন ও শিক্ষকদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারছে না।

মাউশির একাডেমিক সুপারভিশন রিপোর্টে এ তথ্য উঠে এসেছে। সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট (এসইএসডিপি) প্রকল্পের অর্থায়নে মাউশি'র পিএমকিউএইউ ইউনিট এ কার্যক্রম একাডেমিক : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৬

একাডেমিক : সুপারভিশন

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

পরিচালনা করেছে। রিপোর্ট তৈরির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, পিবিএম পদ্ধতি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন না হওয়ায় স্কুলে নিয়মিত ক্লাস হচ্ছে না, নির্ধারিত সময়ে শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত হচ্ছে না, নির্ধারিত সময়ে শেষ হচ্ছে না সিলেবাস এবং সর্বোপরি প্রাইভেট টিউশনির দিকে ছাত্রছাত্রীদের ঝুঁকতে বাধ্য করছে শ্রেণী শিক্ষকরা। জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০১০ তে'ও 'মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে একাডেমিক সুপারভিশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয় ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। জানতে চাইলে পিবিএম কার্যক্রমের সমন্বয়ক ও মাউশি'র পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) প্রফেসর ড. সিরাজুল হক সংবাদ'কে বলেছেন, 'মাউশি অতীতে কখনো মাঠ পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একাডেমিক কার্যক্রম সুপারভিশন করেনি। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তন এবং শিক্ষকদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে আমরাই এটা শুরু করেছি। এতে মাঠ পর্যায়ের স্কুলগুলোর প্রকৃত চিত্র উঠে আসছে। চিহ্নিত হচ্ছে নানা সমস্যা। এখন প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে'। জানা যায়, দেশে বর্তমানে মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে ১৮ হাজার ৪০৪টি। মাউশির নয়টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে এসব প্রতিষ্ঠানের সার্বিক বিষয় তদারকি বা সমন্বয় করা হয়। গত নভেম্বরে সারাদেশের তিন হাজার ৭১টি বিদ্যালয়ে পরিদর্শন বা সুপারভিশন করে সম্প্রতি এর প্রতিবেদন তৈরি করেছে মাউশি। পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয়ের হার ২০ দশমিক ২০ ভাগ। মাউশি'র আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধীনে জেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার, সহকারী পরিদর্শক ও গবেষণা কর্মকর্তারা স্কুল পরিদর্শনের দায়িত্বে ছিলেন।

স্কুল পরিদর্শন সম্পর্কে জানতে চাইলে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও প্রবীণ শিক্ষক নেতা অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ সংবাদ'কে বলেছেন, মাউশি'র একার পক্ষে দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন সম্ভব নয়। এ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর (ডিআইএ) থাকলেও এই প্রতিষ্ঠানটি কেবল স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার আর্থিক দিক বিশেষ করে অডিট নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকে। কারণ আর্থিক অনিয়ম খুঁজলে অনৈতিক সুবিধা পাওয়া যায়। ফলে একাডেমিক পরিদর্শন উপেক্ষিত থাকছে। স্কুলে লাইব্রেরি ও নিয়মিত পাঠদান হচ্ছে কী না তার কোন খোঁজ খবর নেয়া হয় না। তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একাডেমিক কার্যক্রম গতিশীল ও সক্রিয় করার ওপর জোর দিয়ে বলেন, প্রত্যেকটি শিক্ষা বোর্ডকেই একাডেমিক পরিদর্শনের বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। পরিদর্শকের সংখ্যা বাড়াতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে রাখতে হবে এবং একাডেমিক কার্যক্রমের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

অঞ্চলভিত্তিক স্কুল পরিদর্শনের চিত্র : জানা গেছে, ১৮ হাজার ৪০৪টি স্কুলকে এক হাজার ৯২টি ক্লাস্টারে (গুচ্ছ) ভাগ করে পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পাদন করেছে মাউশি। প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, ঢাকা ও খুলনা অঞ্চলের বিদ্যালয় পরিদর্শনের হার সবচেয়ে বেশি। ময়মনসিংহ, বরিশাল ও রংপুর অঞ্চলে পরিদর্শনের হার মোটামুটি ভালো। কিন্তু সিলেট, রাজশাহী, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের স্কুল পরিদর্শনের হার অপেক্ষাকৃত কম। ঢাকা অঞ্চলের দুই হাজার ৩১৯টি স্কুলকে ১৫৬টি ক্লাস্টারে ভাগ করে সুপারভিশনের উদ্যোগ নেয়া হয়। এরমধ্যে ৫৯৭টি বিদ্যালয় পরিদর্শন করা হয়েছে, যা পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয়ের ২৫ দশমিক ৭৪ শতাংশ। ময়মনসিংহ অঞ্চলের দুই হাজার ৯৫টি স্কুলকে ১৫৮টি ক্লাস্টারে ভাগ করে ৫২৩টি প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয়ের হার ২৪ দশমিক ৯৬ ভাগ। সিলেট অঞ্চলে মোট স্কুল আছে ৮২৭টি। ৫৮টি ক্লাস্টারে এ অঞ্চলের মাত্র ৮৩টি বিদ্যালয় পরিদর্শন করা হয়েছে। স্কুল পরিদর্শনের হার মাত্র ১০ দশমিক ০৩ শতাংশ। চট্টগ্রাম অঞ্চলের এক হাজার ৫২৯টি স্কুলকে ১০১টি ক্লাস্টারে ভাগ করে মোট ২৭২টি বিদ্যালয় পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয়ের হার ১৭ দশমিক.৭৯ শতাংশ। রংপুর অঞ্চলের তিন হাজার ১০০টি বিদ্যালয়কে ১৩২টি ক্লাস্টারে ভাগ করে ৬৭৪টি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়েছে। এ অঞ্চলে পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয়ের হার ২১ দশমিক ৭৪ ভাগ। রাজশাহী অঞ্চলের দুই হাজার ৯৩৪টি স্কুলকে ১৬৮টি ক্লাস্টারে ভাগ করে মাত্র ৩৩৯টি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনের হার ১১ দশমিক ৫৫ ভাগ। খুলনা অঞ্চলের দুই হাজার ৬৯৫টি স্কুলকে ১৩১টি ক্লাস্টারে ভাগ করে ৭০৮টি পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয়ের হার ২৬ দশমিক ২৭ শতাংশ। বরিশাল অঞ্চলের এক হাজার ৬৪৭টি বিদ্যালয়কে ৮৬টি ক্লাস্টারে ভাগ করে ৪০৩টি পরিদর্শন করা হয়েছে। স্কুল পরিদর্শনের হার ২৪ দশমিক ৪৭ ভাগ। কুমিল্লা অঞ্চলের এক হাজার ২৫৮টি স্কুলকে ১০২টি ক্লাস্টারে ভাগ করে ১১৮টি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনের হার মাত্র ৯ দশমিক ৩৮ ভাগ।